মুহূর্তের অসতর্কতা
মারাত্মক অগ্নিকান্ড

গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন

* বৈদ্যুতিক তার সংযোগস্থলগুলি ত্রুটিমুক্ত রাখুন।
* অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।
* তেল, পেট্রল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন।
* আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন।
* অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

....আই.সি.এ

পঞ্চায়েত : গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তপসিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। সভ্যতার বুনিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সগর্বে ফিরে দেখা —
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট
সরকারের কুড়ি বছর

কৃষি উৎপাদন —
প্রগতির এক নতুন দিশা

কৃষি উৎপাদনই রাজ্যকে নিয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে। আজ যা পশ্চিমবঙ্গে প্রমাণিত। বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। খাদ্য উৎপাদনে বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে।

বিশেষ সাফল্য :

- ☑ খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য
- ☑ ধান উৎপাদনে অগ্রগণ্য
- ☑ সবজি চাষে অগ্রগতি
- ☑ শুধু জমি বিতরণই নয়, ভূমি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, উন্নতমানের বীজ এবং সার প্রয়োগে উৎপাদনে সাফল্য
- ☑ একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য
- ☑ সুষম সার ব্যবহারে অগ্রণী
- ☑ সক্ষম কৃষিজীবীদের সহজসাধ্য ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা।

নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে কৃষি উৎপাদনে সফলতার মাধ্যমে রাজ্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।

কমছে নিরক্ষরতা
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।

কেবল উৎসাহদান নয়
আসুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে।
শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সরকারের
সাফল্যমন্ডিত
২১ বছর

পশ্চিমবঙ্গে বনসৃজন ও সংরক্ষণ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় নবযুগের সূচনা

আয়তনে না হলেও অরণ্যবৈচিত্র্যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অনন্য। উত্তরে হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিরাজির পাশে সিলভারফার আর রোডোডেনড্রনের হাতছানি, দক্ষিণে সুন্দরবনের ভয়াল অরণ্য ম্যানগ্রোভের শান্তরূপ, তরাই-এর গভীর অরণ্য কিংবা রাঢ় বাংলার শাল, মহুয়া, পিয়াল পিয়াশালের অনার্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য। 'বৈচিত্র্যময়তা' পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যের জন্য সুপ্রযুক্ত বিশেষণ।

বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সাল থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অরণ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূমিসংরক্ষণ, উন্নত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে বনভূমির উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উদ্যান ও কানন নির্মাণ। বিগত ২১ বছরে —

* রাজ্যে ১৬৮ নতুন বনভূমি, ৫৬ উদ্যান ও কাননের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
* আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত অরণ্যকে নবরূপদানের কাজ চলছে।
* সামাজিক বনসৃজন বেড়েছে এবং বনসৃজন ও অরণ্য উন্নয়নে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলেছে।
* বাঘ, গন্ডার, হাতি গণনা। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ২৩৬১ বর্গ কিমিকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং রাজ্যে নতুন ৫ ন্যাশনাল পার্ক এবং ৯ অভয়ারণ্যের ঘোষণা করা হয়েছে।
* গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং অরণ্য সংরক্ষণে আর্থিক বিনিয়োগ।

নিঃশব্দ বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২১ বছরে রাজ্যের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুনিশ্চিত করেছে।

এ বিশ্বকে আগামী প্রজন্মের
বাসযোগ্য করতে দায়বদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী :

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ........

Regd. No. WB/CC-433/96 MARXBADI PATH February '99, Vol. 18. No. 3

সংহতিই অগ্রগতির ভিত্তি

হাজার পাথরের টুকরোই তৈরি হয়
একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দৃঢ়, মজবুত।

বহু জাতি, ধর্ম ভাষা এবং আচারের
সমাহার আমাদের দেশ। আচরণে
পৃথক — কিন্তু বিশ্বাসে এক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Rs. Six Only

Editor : SAILEN DASGUPTA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street,
Calcutta - 700016